12592 - কষ্টকর পশোয় যারা কাজ করনে যমেন খনজি পদার্থ গলানো

প্রশ্ন

যে সব কর্মী কষ্টকর কায়কি পরশ্রিম করনে বশিষেতঃ গ্রীষ্মরে মৌসুমে, তাদরে ব্যাপারে ইসলামী শরয়িতরে হুকুম কি? যমেন- যারা খনজি পদার্থ গলানোর চুল্লীর সামনে কাজ করনে তাদরে জন্য রমজানরে রোজা না-রাখা কি জায়যে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এটি সবার জানা যে, ইসলাম ধর্মে রমজান মাসে সয়িাম পালন করা প্রত্যকে মুকাল্লাফ (শরয়ি ভারপ্রাপ্ত) ব্যক্তরি উপর ফরজ।রোজা ইসলামরে অন্যতম একটি স্তম্ভ। তাই প্রত্যকে মুকাল্লাফ ব্যক্তরি উচতিআল্লাহর কাছ থকেে সওয়াব পাওয়ার আশা নয়িে এবং তাঁর শাস্তকিে ভয় করে তনিি যা ফরজ করছেনে তা বাস্তবায়নে তথা সয়িাম পালনে সচষ্টে হওয়া। তবে দুনয়িাকে একবোরে ভুলে গয়িে নয়। আবার আখরিাতরে উপরে দুনয়িাকে প্রাধান্য দয়িওে নয়।যদি আল্লাহর ফরজকৃত ইবাদতপালন ও দুনয়িার কর্মরে মধ্যে বরিোধ দখো দয়ে তবে উভয়টার মধ্যে সমন্বয় করা ওয়াজবি; যাতে সে উভয়টাপালন করতে পার।ে যমেনটি এই প্রশ্নে উল্লখেতি উদাহরণে রয়ছে।ে এক্ষত্রেে এ কর্মীরা রাতরে বলোয় তাদরে দুনয়িাবকিাজ করতে পারনে। তা সম্ভব না হলে রমজান মাসে চাকুরী থকেে ছুটি নতিে পারনে; এমনকি সটো বতেন ছাড়া হলওে। তাও সম্ভব না হলে অন্য কোন পশো বছেে নবেনে, যাতে করে উভয় ওয়াজবি সমানভাবে পালন করতে পারনে। কন্তিু দুনয়িাকে আখরিাতরে উপর প্রাধান্য দয়িে নয়। পশো অনকে এবং অর্থ উপার্জনরে উপায়ও বভিন্নি; এধরনরে কষ্টকর পশোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আল্লাহর ইচ্ছায়একজন মুসলমিরে এমন কোন বধৈ কাজরে অভাব হবে না যার পাশাপাশি সে আল্লাহর ফরজকৃতইবাদত পালন করতে পার।ে

ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً [الطلاق : 2 65]

“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করআল্লাহ তার জন্য কোন উপায় করে দবিনে এবং এমন জায়গা থকেে তাকে রযিকি দবিনে যা সে কখনও কল্পনাও করতে পারনে।ি আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপরভরসা করে তার জন্য আল্লাহই যথষ্টে;নশ্চিয় আল্লাহ তাঁর আদশে বাস্তবায়তি করবনে, আল্লাহ সব কছিুর তাকদরি নর্িধারণ করে রখেছেনে।”[৬৫আত্ব-ত্বালাক : ২-৩]

আর যদি ধরে নওেয়া হয় যে, উনি উল্লখেতি কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ পাননি, যে কাজ করে ইবাদত পালনতোর কষ্ট হচ্ছে,

তাহলে তিনি যেন তাঁর দ্বীনদাররিক্ষার্থে সেই ভূমি ছেড়ে অন্য ভূমিতে পালিয়ে যান যেখানে তিনি তাঁর দ্বীন ও দুনিয়ার দায়িত্ব সমভাবে পালন করতে পারবেন, মুসলমানদের সাথে নেকেকাজ ও তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা পাবেন।আল্লাহর জমিন প্রশস্ত।আল্লাহ তাআলা বলেন:

[ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة النساء : 4 100]

“যে হিজরত করবেআল্লাহর পথে সে পৃথিবীতে অনেকেআশ্রয়স্থল ও স্বচ্ছলতা পাবে।” [৪ সূরা আন-নিসা: ১০০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন:

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر : 39 10] .

“বলুন, হে আমার দাসেরা, যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের রবকেভেয় করো। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণের কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আল্লাহর জমিন তো প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকেতোদেরেপ্রতিদান দেওয়া হবে অফুরন্ত”। [৩৯ আয্-যুমার : ১০]

যদি উল্লেখিত বিকল্প প্রস্তাবনার কোনটি অবলম্বনকরা সে ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব না হয়এবং তিনি প্রশ্নে উল্লেখিত কঠিন কাজ করতে বাধ্য হন তাহলে তিনি রোজা রাখতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অসুবিধা অনুভব করেন। অসুবিধা অনুভব করলে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করবেন;যতটুকুতে তার কষ্টদূর হয়। এরপর পুনরায় বাকি সময় পানাহার থেকে বিরত থাকবেন এবং সিয়াম পালনের জন্য সুবিধামত সময়ে এই রোজার কাযা করবেন।আল্লাহই তাওফিকদাতা।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ এর প্রতি ও তাঁর পরিবার বর্গ ও সাহাবীগণেরপ্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিতহোক।